পশ্চিমবঙ্গে করোনার সংক্রমণ ও মৃত্যু কমছে

অমর সাহা
কলকাতা
প্রকাশ: ৫ জানুয়ারি ২০২১, ১২: ৪৬

করোনাভাইরাসের পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছেছবি: ভাস্কর মুখার্জি

ভারতের পশ্চিমবঙ্গে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ও মৃত্যু গত কয়েক দিনে কমেছে।

অক্সফোর্ডের করোনা টিকা কোভিশিল্ড এবং ভারতের কোভ্যাক্সিন টিকা প্রয়োগ শুরু হতে পারে এক থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যে। রাজ্য সরকারের সূত্র বলছে, করোনার টিকা কর্মসূচি শুরু হলে প্রথম পর্যায়ে আড়াই কোটি ডোজ টিকার প্রয়োজন হবে।

গত বছরের ডিসেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গে করোনাভাইরাসের সংক্রমণের হার ছিল ৩ হাজারের কোটায়। নতুন বছরে তা কমে ৫০০-এর কোটায় এসেছে।

সরকারের বুলেটিন বলছে, সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনায় সংক্রমিত হয়েছে ৫৯৭ জন। মারা গেছে ২৫ জন। এই রাজ্যে গত সাত মাসে এই হার সর্বনিম্ন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন ৯ হাজার ৮১৭ জন। এই রাজ্যে মোট সংক্রমণের সংখ্যা ৫ লাখ ৫৫ হাজার ৫৭২। মোট মৃত মানুষের সংখ্যা ৯ হাজার ৮১৭। ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৩৪৭ জন। মোট সুস্থ হয়েছেন ৫ লাখ ৩৬ হাজার ৮৪ জন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী, উত্তর ২৪ পরগনায় সংক্রমিত হয়েছেন ১৭৪ জন, মারা গেছেন ৭ জন। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৩৭ জন, মারা গেছেন ৩ জন। হুগলি ও পূর্ব মেদিনীপুরে মারা গেছেন ২ জন করে।

সংক্রমিত হয়েছেন যথাক্রমে ২৭ ও ২৮ জন। পশ্চিম বর্ধমান, নদীয়া ও দার্জিলিং জেলায় মারা গেছেন ১ জন করে। পশ্চিম বর্ধমান, নদীয়া ও দার্জিলিং জেলায় আক্রান্ত হয়েছেন যথাক্রমে ১৫, ১৯ ও ২০ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় সংক্রমণের ঘটনা ঘটেনি কালিম্পং, উত্তর দিনাজপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলায়। কোচবিহার ও পুরুলিয়ায় সংক্রমিত হয়েছেন ২ জন করে, দক্ষিণ দিনাজপুরে ৩ জন।

রাজ্য সরকারের সূত্র বলছে, করোনা টিকা কর্মসূচি শুরু হলে প্রথম পর্যায়ে আড়াই কোটি ডোজ টিকার প্রয়োজন হবে। এ নিয়ে রাজ্য সরকার আজ মঙ্গলবার বৈঠক করবে। এরপর কেন্দ্রীয় সরকারকে বিষয়টি জানানো হবে।

রাজ্য সরকার আশা করছে, প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের হাতে অক্সফোর্ডের কোভিশিল্ড ও বায়োটেকের কোভ্যাক্সিন টিকা পৌঁছাবে।